একক ২৭ ❐ আধুনিক বাংলা উপভাষা

গঠন

২৭.১ উদ্দেশ্য

২৭.২ প্রস্তাবনা

২৭.৩ আধুনিক বাংলা উপভাষা

২৭.৩.১ রাঢ়ি উপভাষা

২৭.৩.২ ঝাড়খণ্ডি উপভাষা

২৭.৩.৩ বরেন্দ্রী উপভাষা

২৭.৩.৪ বঙ্গালী উপভাষা

২৭.৩.৫ কামরূপী উপভাষা

২৭.৪ সারাংশ

২৭.৫ উত্তরমালা

২৭.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- সাধারণভাবে বাংলা উপভাষাগুলি সম্বন্ধে পরিচিত হবেন।
- প্রতিটি উপভাষার খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আপনার ধারণা তৈরি হবে।

২৭.২ প্রস্তাবনা

বাংলা উপভাষাগুলির নাম, স্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার পর প্রত্যেকটি উপভাষার লক্ষণ এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথোচিত বিস্তৃতিসহ আলোচনা করা হয়েছে।

২৭.৩ আধুনিক বাংলা উপভাষা

পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ দু'য়ে মিলে যে বাংলাভাষী বঙ্গভূমি তার প্রধান উপভাষা মোট পাঁচটি। এই বিভাজন অঞ্চলভিত্তিক। এর মধ্যে মধ্য-পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ বীরভূমকে কেন্দ্র করে যে অঞ্চলটি বিস্তৃত তার

উপভাষার নাম **রাঢ়ি**। এই বৃত্তের মধ্যে আছে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়, হুগলি, হাওড়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার উপভাষার নাম **ঝাড়খণ্ডি**। এর মধ্যে রয়েছে মেদিনীপুর সীমান্ত, বর্তমান পুরুলিয়া, ধানবাদ এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চল। **বরেন্দ্রী** হ'ল উত্তরবঙ্গের উপভাষার নাম। মালদহ, দিনাজপুরের কিছুটা, রাজসাহী, পাবনা এবং বগুড়া এর অন্তর্গত। পূর্ব বাংলার ঢাকা, ফরিদপুর থেকে বরিশাল পর্যন্ত অংশের উপভাষা হ'ল **বঙ্গালী**। পশ্চিম ও দক্ষিণ ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর, বরিশাল, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়-ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম—কার্যত এই সমস্ত অংশটাই এর পরিসীমার মধ্যে চলে আসে। **'কামরূপী'** উপভাষার মধ্যে রয়েছে জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দার্জিলিং, দিনাজপুরের কিছুটা, কোচবিহার, রংপুর, ধুবড়ী এবং পশ্চিম গোয়ালপাড়ার অঞ্চলের বাংলাভাষী মানুষের ভাষা।

একথা বলতেই হয় যে একই অঞ্চলের সমস্ত মানুষ অবিকল একই রকম কথা বলেন না। বর্ধমান, বীরভূম এবং নদীয়ার সকলেই রাঢ়ি ভাষাই বলেন, কিন্তু সেই ভাষার মধ্যে কমবেশি পার্থক্য আছে। ঢাকা জেলা বঙ্গালী ভাষা বলে আবার ফরিদপুর বরিশালও বলে। কিন্তু তা তো এক নয়। একইভাবে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মানভূম বা পুরুলিয়া জেলা একই উপভাষার অন্তর্গত হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্যও অনেক। আসলে বাইরের সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঐক্যের কল্পনা করা হয়েছে। ঐক্যটা মিথ্যে নয়। কেননা সূক্ষ্ম প্রভেদ সত্ত্বেও প্রত্যেকটি উপভাষা গোষ্ঠীর ভিতরকার মিলও যথেষ্ট।

২৭.৩.১ রাঢ়ি উপভাষা

(ক) রাঢ়ি উপভাষায় যে জিনিসটি প্রথমেই লক্ষ করবার তা হ'ল অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গাতি-জনিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন। দৃষ্টান্ত ঃ শুনিয়া—শোনে, রাখিয়া—রেখে। এই ধরনের পরিবর্তন এই ভাষার প্রধান বিশেষত্ব। যেমন ঃ দেশী—দিশি, বিলাতি—বিলিতি, মিছা—মিছে প্রভৃতি। উচ্চারণে 'অ'-কারের 'ও'-কার প্রবণতাও বিশেষ উল্লেখ্য। যদিও বানা অ-ই লেখা হয়। যেমন ঃ অতি—ওতি, অতুল—ওতুল, লক্ষ্য—লোক্‌খো, দৈবজ্ঞ—দৈবোগ্‌গোঁ।

(খ) চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ রাঢ়ি উপভাষায় খুব স্পষ্ট। এতটাই যে, অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্তি চন্দ্রবিন্দুও যুক্ত হয়েছে (স্বতোনাসিক্যীভবন)। যেমন ঃ হাঁসি, কাঁনা, ঘোঁড়া, বেঁজি প্রভৃতি। এই অতিরিক্ত চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ বেশি শুনতে পাওয়া যায় মানভূম-বাঁকুড়ার সীমান্ত অঞ্চলে, মুর্শির্দাবাদের গ্রামাঞ্চলে এবং বীরভূম-বর্ধমানের সীমানায়।

(গ) শব্দের প্রথম স্বরধ্বনিতে সুস্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ায় অনেক সময় পদের শেষে অবস্থিত ব্যঞ্জন ধ্বনিতে মহাপ্রাণতা থাকে না। যেমন ঃ দুধ—দুদ্, মধু—মদু। কোনো কোনো সময় অবশ্য অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। ফলে 'কাক' হয়ে যায় 'কাগ', 'শাক'—'শাগ'।

(ঘ) বহুবচন বোঝাতে বেশিরভাগ সময়ই 'দের' ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই, বাবুদের বাবুয়ানি, মেয়েদের রকম সকম প্রভৃতি। গৌণকর্ম সম্প্রদানে এবং অধিকরণ কারকে যথাক্রমে 'কে', 'তে', 'এ' ও 'য়' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন ঃ দেবাইকে বল কলেজে যেতে, চুবাই এ বাড়িতে নেই, চুমকি ছাদে দাঁড়িয়ে আছে ইত্যাদি।

(ঙ) অতীতকালের প্রথম পুরুষে অকর্মক এবং সকর্মক দুটি ক্রিয়াপদই 'ল' বা 'লে' যুক্ত হয়। যেমন ঃ সে টাকা দিল, সে ছেলেটাকে অনর্থক মারলে। সে পেট ভরে খিঁচুড়ি খেল বা খেলে।

(চ) লুম্, নু, লম্ যোগ করে উত্তম পুরুষের পদ গঠন। যেমন ঃ দেখলুম, দেখনু। লুম্, লাম-এর সবরকম প্রয়োগই এই উপভাষায় আছে।

(ছ) যৌগিক ক্রিয়াপদের সম্পন্ন কালের পদ গঠন করতে 'ইয়া' এবং অসম্পন্ন কালের পদ গঠন করতে 'ই' অন্ত অসমাপিকা ব্যবহার করে বোঝানো হয়। যেমন ঃ বলিয়াছে-বলেছে, বলিতেছিল-বলছিল, বলিয়াছিল-বলেছিল ইত্যাদি।

২৭.৩.২ ঝাড়খণ্ডি উপভাষা

(ক) দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আনুনাসিকের প্রাচুর্য। যেমন—'মুশাই চাঁ মিলবেক', 'বাঁলতিটো রাখ'।

(খ) 'কে' বিভক্তি দিয়ে অনুসর্গহীন গৌণকর্ম বোঝানো। যেমন ঃ 'ঘাসকে গেল্ছে', 'দোকানকে চল', 'জলকে চল'।

(গ) নামধাতুর বিচিত্র প্রয়োগ। যেমন ঃ 'পুঁথুরের জলটা গাধাচ্ছে' ? 'দিনকে বড় দগ্ধাচ্ছে'।

(ঘ) পদের মধ্যেকার অল্পপ্রাণবর্ণের মহাপ্রাণতা প্রাপ্তি। যেমন ঃ 'পুকুর' হয়েছে 'পুথুর' 'দুপুর'—'দুফুর', 'বিকেল'—'বিখেল'।

(ঙ) যুক্ত ক্রিয়াপদে 'আছ্' ধাতুর জায়গায় 'বট্' ধাতুর ব্যবহার। যেমন 'করিবটে' অর্থ হল—করছে।

(চ) 'ও'-কারের জায়গায় 'অ'-কার উচ্চারণের প্রবণতা। যেমন ঃ 'চোর'-এর উচ্চারণ 'চর', অথবা 'লোক'—'লক'।

(ছ) অপিনিহিতি অথবা বিপর্যাসের ফলে অপিনিহিত বা বিপর্যস্ত ধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ এই উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন ঃ রাতি—'রাইত', সাঁঝি—'সাঁইঝ'।

(জ) 'লে' হল পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন। 'মায়ের লে মাউসীর দরদ' এখানে 'চেয়ে'র পরিবর্তন 'লে'-র ব্যবহার হয়েছে।

(ঝ) সম্বন্ধ পদ বিভক্তিহীনতা। যেমন—'ঘাটশিলা শাড়ি কুনি মনে নাই লাগে'। অর্থ হ'ল—'ঘাটশিলার শাড়ি কুনির পছন্দ হয়নি'। দেখবার যে 'নাই' এই নঞর্থক অব্যয়টি মূল ক্রিয়ার আগে বসেছে। এই প্রয়োগবিধি এ উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(ঞ) অধিকরণে 'কে' বিভক্তির ব্যবহার। যেমন ঃ 'রাইতকে' (রাতে)।

২৭.৩.৩ বরেন্দ্রী উপভাষা

(ক) রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী প্রথমে এই উপভাষা দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। পরে একদিকে বঙ্গালী,

অন্যদিকে বিহারীর প্রভাবে বরেন্দ্রী রাঢ়ির থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই কারণেই বরেন্দ্রী স্বরধ্বনির উচ্চারণে তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। সানুনাসিক ধ্বনির ব্যবহারও পর্যাপ্ত। পদের প্রথমেই কেবল ঘোষবৎ মহাপ্রাণধ্বনি বজায় আছে। শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই।

(খ) অনেক সময় 'জ' ধ্বনি ইংরেজি Z ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ কাজে কাজেই—'কাZ কাZ ই' ; 'হাজার'—'হাZার' প্রভৃতি।

(গ) শব্দের আগে 'র'-এর জায়গায় 'অ' এবং 'অ'-এর জায়গায় 'র'-এর আগম লক্ষ করার মতো। যেমন ঃ আমের রস—'রামের অস্', রামবাবুর আমবাগান—'আমবাবুর রামবাগান'।

(ঘ) শব্দ ও ধাতুরূপে বরেন্দ্রীর সঙ্গে রাঢ়ির কোনো ভিন্নতা নেই, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সপ্তমীতে 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন চর্যাপদে 'হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী'। অতীতকালে উত্তর পুরুষে বরেন্দ্রীতে 'লাম্'-এর ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি।

(ঙ) বহুবচনের বিভক্তি 'গুলি', 'গিলা' এবং তির্যক কারকে বহুবচনে বিভক্তি 'দের'। গৌণকর্মে 'কে' এবং 'ক' বিভক্তি, অধিকরণ কারকে 'ৎ' বিভক্তি। যেমন 'ঘরৎ যাও'।

২৭.৩.৪ বঙ্গালী উপভাষা

বঙ্গালী উপভাষা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রচলিত। বৈচিত্র্য এত বেশি যে এদের দুটো গুচ্ছে বিভক্ত করাই সঙ্গত। প্রথম গুচ্ছে পড়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর, নদীয়ার অংশবিশেষ এবং পশ্চিম শ্রীহট্ট। অন্য গুচ্ছে রয়েছে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কাছাড় ও পূর্ব শ্রীহট্ট। কিছু বিভ্রান্তির অবকাশ অবশ্য থেকেই যায়।

(ক) বঙ্গালীতে স্বরধ্বনির পুরোনো প্রকৃতি অনেকটাই রক্ষিত। 'অ'-কারের 'ও'-র উচ্চারণ প্রবণতা নেই। তবে ও-র জায়গায় 'উ' এবং 'এ'-র জায়গায় 'অ্যা' উচ্চারণের প্রতি ঝোঁক অবশ্যই লক্ষ করার মতো। যেমন ঃ দেশ—দ্যাশ, মেঘ—ম্যাঘ প্রভৃতি।

(খ) অপিনিহিতের বাহুল্য লক্ষণীয়। তা চলে আসছে মধ্য বাংলা থেকেই। যেমন ঃ আজি—আইজ, কালি—কাইল, হাটিয়া—হাইট্যা। যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে বিশেষ করে ক্ষ, হ্ম, য-ফলা ইত্যাদির আগে 'ই'-ধ্বনির আগম ঘটে। যেমন ঃ রাক্ষস—'রাইক্ক্ষস্', ব্রাহ্ম—ব্রাইহ্ম। বঙ্গালী উপভাষায় অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গাতি নেই।

(গ) বঙ্গালীতে সানুনাসিক স্বরধ্বনির অস্থানে আগম তো নেইই, উপরন্তু স্বস্থানে অবস্থিত ঐ ধ্বনিও লুপ্ত। যেমন ঃ চন্দ্র বা চাঁদ—চাদ, কন্টক/কাঁটা—কাটা, পঞ্চ/পাঁচ—পাচ, হংস/হাঁস—হাস, বাঁশ—বাশ, বাঁধন—বাধন, দন্ত/দাঁত—দাত। শ্বাসাঘাতেরও কোনো নির্দিষ্ট স্থান বঙ্গালী উপভাষায় নেই।

(ঘ) ঘোষবৎ মহাপ্রাণবর্ণ ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ অল্পপ্রাণ গ, জ, ড, দ, ব ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। 'ভাত' হয়েছে 'বা'ত', 'ঘা'—'গা', 'ভয়'—'বয়', 'বিড়ি'—'বিরি'। 'হ'-কারেরও মহাপ্রাণতা নেই বা কণ্ঠনলীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। 'হাতি' হয়েছে 'আত্তি', 'হাটু' হয়েছে 'আঠু', 'ফলাহার'—'ফলার', 'পুরোহিত'—'পুরুত'।

(ঙ) শব্দরূপে লক্ষণীয় হ'ল কর্তায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'এ' বিভক্তির যোগ। যেমন ঃ 'মারে কইছে', 'বাবায় আইছে', 'দাদায় কইলো' ; গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে 'রে' বিভক্তি—'দেবাইরে দাও' ; করণ কারকে 'এ' বিভক্তি ছাড়াও 'দিয়া, সাথে, লগে' প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার। অপাদানে 'থে', 'থিকা' প্রভৃতি। অধিকরণে ব্যবহৃত বিভক্তি হ'ল 'এ', 'ৎ'। সাধারণভাবে সপ্তমীতে 'তে' বিভক্তির ব্যাপক ব্যবহার। যেমন ঃ বাড়িতে, হাতেতে, জলেতে ইত্যাদি।

(চ) লুম্, লম্, বা নু-র মতো উত্তম পুরুষে অতীতকালে ব্যবহৃত ক্রিয়াবিভক্তির প্রয়োগ বঙ্গালীতে নেই। সেখানে কেবল 'লাম্'-এর ব্যবহার। যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার কিছুটা রাঢ়ির উল্টো। যেমন ঃ 'ই' এই অসমাপিকা দিয়ে সম্পন্ন কালের এবং সাধুভাষার মতো 'ইতে' শেষে আছে এমন অসমাপিকা দিয়ে অসম্পন্ন কালের পদ হয়। যেমন ঃ 'বলিয়াছি', রাঢ়িতে হয় 'বলেছি'—বঙ্গালীতে 'বলছি (স)' (Bolsi) আমি করেছি—কইর্ত্যাছি' (Koirtasi)। আমি করিতেছি। সামান্য বর্তমান ঘটমানের (Present Continuous) অর্থ প্রকাশ করে। যেমন ঃ 'ছেলে ডাকে', অর্থ—'ছেলে ডাকছে'।

(ছ) একমাত্র কর্তৃকারক ছাড়া অন্যান্য কারকের বহুবচনে 'গো' বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন ঃ 'আমাগো করতে দিবা না ?' (আমাদের করতে দেবে না ?)

(জ) উত্তম পুরুষের ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি 'উম্' এবং 'মু'। যেমন ঃ 'আমি খেবল' অর্থে 'আমি খেলুম্'। 'আমি যামু' অর্থাৎ 'আমি যাব'।

(ঝ) বঙ্গালী উপভাষা মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি হ'ল 'বা'। যেমন ঃ 'তুমি খাবা না' ?

(ঞ) রাঢ়িতে অতীতকালে ব্যবহৃত হয় নঞর্থক প্রত্যয় 'নি', যেমন ঃ 'তুমি যাও নি' ? এখানে তার বদলে 'নাই'—যেমন ঃ 'তুমি যাও নাই' ?

বঙ্গালীর প্রধান বিভাষা চট্টগ্রামী। এতে উচ্চারণে, পদ প্রয়োগে, শব্দ ও ধাতুরূপে বঙ্গালীর সঙ্গেও অনেক পার্থক্য। অনুনাসিক বর্ণের ব্যবহার, ক বা প ইত্যাদির খ, ফ-তে পরিণত হওয়া চট্টগ্রামী ভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন ঃ কালীপূজা—'খালি ফুজা'। **'চাক্মা'** ভাষার সঙ্গে চট্টগ্রামী সম্পর্ক আছে।

২৭.৩.৫ কামরূপী উপভাষা

(ক) কামরূপী বরেন্দ্রী এবং বঙ্গালীর মাঝামাঝি। প্রথমটির মতো পদের প্রথমেই কেবল ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণ রয়েছে। শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই। আবার বঙ্গালীর মতো রয়েছে অনুনাসিক বর্ণের লোপ প্রাণতা। অপিনিহিতির স্থিতি। অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতির অনুপস্থিতি। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে বরেন্দ্রীর সঙ্গেই কামরূপী-র সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত কাছের।

(খ) কামরূপী-তে চতুর্থ বর্ণ পদের প্রথমে বজায় থাকে। অন্য ক্ষেত্রে তৃতীয় বর্ণ হয়ে যায়। যেমন—ড়-র, ঢ-র্হ। এর ব্যতিক্রমও আছে। 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গে' গ্রন্থে ড. নির্মল দাশ দেখিয়েছেন কোচবিহারের উচ্চারণে 'ড়' বদলে যায়নি। যেমন—'বাড়ির'।

(গ) চ, জ, স বা শ যথাক্রমে ৎম (ৎসামড়া), জ (x) হ।

(ঘ) শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই।

(ঙ) গৌণকর্ম সম্প্রদানে 'কে' এবং অধিকরণে 'ত' বিভক্তি। যেমন—'ঘরকে গেলাম', 'বড়িত্ যাব' (বাড়িতে যাব)।

(চ) বহুবচন বিভক্তি 'বা' শেষে আছে এমন পদটি শব্দরূপে তির্যক কারক হয়ে সম্বন্ধ বিভক্তি গ্রহণ করে, যেমন ঃ 'আমররার', 'তোম্‌রার' প্রভৃতি।

(ছ) নিত্যবৃত্ত অতীতের ভবিষ্যৎ অর্থে প্রয়োগ কামরূপীয় লক্ষণ। যেমন ঃ 'খাইতাম না'—খাব না, 'যাইতাম না'—যাব না। এছাড়াও আছে যাইবাম, করবাম প্রভৃতি।

(জ) 'ও'-কে 'উ'-র মতো উচ্চারিত হতে দেখা যায়। তবে সবক্ষেত্রে নয়। যেমন ঃ তোমার > তুমারর্, কোন > কুন্। গোয়ালপাড়ায় 'কোন' উচ্চারণই—চলিত আছে।

(ঝ) সদ্য অতীতে উত্তম পুরুষের বিভক্তি হ'ল 'নু'। যেমন 'কন্নু'—অর্থাৎ 'করলাম'।

(ঞ) 'ইল' সদ্য অতীতে প্রথম পুরুষের বিভক্তি, যেমন—ধরিল (ধরল)।

(ট) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি 'ক', যেমন 'বাপের'—এই বোঝাতে **'বাপো'**র।

(ঠ) উত্তম পুরুষের একবচনে 'মুই' 'হাম' প্রভৃতি সর্বনামের প্রয়োগ দেখা যায়।

আরও কিছু বিশিষ্টতা। যেমন 'ছেলে' অর্থে 'পুত', 'পুতাইন' ছাড়াও আরবি শব্দ 'আবু'-র প্রয়োগ আছে। হাতে পাওয়া অর্থে 'লগেইল পাওয়া'। চুপ করে থাকা অর্থে 'টিপ্'—'টিপ্ মাইরা **বইসা** থাক'। স্পন্দন নেই বোঝাতে 'ঝিম্', লাগি অর্থে 'উষ্ট', 'ঝাঁটা' বোঝাতে 'হাচুন' প্রভৃতি।

২৭.৪ সারাংশ

বাংলায় উপভাষার সংখ্যা মোটামুটি পাঁচ। পশ্চিমবঙ্গ এবং বর্তমান বাংলাদেশ এই দুই মিলেই তার পরিধি। রাঢ়ি, ঝাড়খণ্ডি, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী এবং কামরূপী উপভাষার খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ এই আলোচনায় উপস্থাপিত হয়েছে। অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলা উপভাষা সম্পর্কে একটি সার্বিক পরিচয় লাভ করবেন।

২৭.৫ অনুশীলনী

১. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) কয়েকটি বাংলা উপভাষার নাম করুন।

(খ) রাঢ়ি উপভাষার অভিশ্রুতির কয়েকটি উদাহরণ দিন।

(গ) ঝাড়খণ্ডি উপভাষায় নামধাতু প্রয়োগের উদাহরণ দিন।

(ঘ) বঙ্গালী উপভাষায় ঘোষবৎ মহাপ্রাণবর্ণের অল্পপ্রাণধ্বনিতে পরিণত হওয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখান।

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) রাঢ়ি উপভাষার প্রধান লক্ষণগুলির উল্লেখ করুন।

(খ) দৃষ্টান্তসহ বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(গ) কামরূপী উপভাষার প্রধান লক্ষণ কী কী ?

২৭.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ODBI (অংশবিশেষ)।

২. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

৩. পার্বতী ভট্টাচার্য—বাংলা ভাষা।

৪. অতীন্দ্র মজুমদার—ভাষাতত্ত্ব।

৫. ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য়)।

৬. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।